Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 635 - 648
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষার অনুষঙ্গে নারীর ভাষা

বিবেকানন্দ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : bibekd332@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
language, society, rules of society, sociolinguistics, gender-based language, women's dialect, jhargram district, Uttor Poschima Jharganyi.

Abstract
Gender-based language diversity is of particular importance in the discussion of sociolinguistics. The diversity of masculine and feminine language is seen with particular importance in sociolinguistics. Sukumar Sen had previously discussed women's language in Bengali. Here, the language of women in context of Uttor Poschima Jharganyi language has been discussed, in the context of sociolinguistics. The discussion is mainly based on field research. Since the rules of society are different for men and women, there is diversity in the use of language due to the diversity of social rules. Some language usage patterns, words, are used only by women or are used for them. Along with the change in the rules of society, this change in language is the main topic of discussion in sociolinguistics.

Discussion

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২২তম জেলা হিসেবে পরিচিতি পায় ঝাড়গ্রাম জেলা। ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয় তেমনি সামাজিক বৈচিত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঝাড়গ্রাম জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিনপুর ১নং ও ২নং ব্লক, ঝাড়গ্রাম ব্লক এবং জামবনী ব্লকের উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের ভাষাকে ছন্দা ঘোষাল তাঁর গবেষণাপত্র ‘ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাংলা উপভাষার রূপরেখা’-তে যা পরবর্তীতে ‘ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ’ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তাতে উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী[১] নামে অভিহিত করেছেন। সুকুমার সেন এই অঞ্চলের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী[২] বলেছেন। সুধীর কুমার করণ এই অঞ্চলের ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী ভাষা না বলে সীমান্তরাঢ়ী নামকরন করেছিলেন। আবার ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, সুকুমার সেন কর্তৃক প্রদত্ত ঝাড়খণ্ডী উপভাষা নামটি গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তিনি ‘সীমান্ত রাঢ়ী’ নামটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষার সাথে নামটির আনুগত্য ও ‘সীমান্ত’ বিশেষণের যথাযথভাবে নির্দিষ্ট দিককে নির্দেশ না করাকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। এছাড়া –

> “সর্বোপরি ঝাড়খণ্ডী বিষেশনটি এই উপভাষা রূপগত ও বর্ণগত স্বাতন্ত্র্যের সংকেত বইছে। অন্য আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ঝাড়খণ্ডী শব্দের মধ্যে নিহিত আছে একটি আরণ্যক জীবন ব্যঞ্জনা।”[৩]

উত্তরা ঝাড়খণ্ডী ও দক্ষিণী ঝাড়খণ্ডী এবং আরেকটি রূপ পূর্বী ঝাড়খণ্ডীর কথা বলেছেন। আবার উত্তরা ঝাড়খণ্ডী ও দক্ষিণী ঝাড়খণ্ডীকে তিনি স্থান কথা অঞ্চল ভূমির নাম অনুসারে যথাক্রমে ‘মানভূঁইয়া ঝাড়খণ্ডী’ ও ‘ধলভূঁয়া ঝাড়খণ্ডী’[৪] নাম দিয়েছেন।

ঝারগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উক্ত ব্লকগুলির ভাষা ধীরেন্দ্রনাথ সাহা কথিত 'ধলভূঁয়া ঝাড়খণ্ডী'র মধ্যে পরে। ঝাড়গ্রাম জেলার প্রেক্ষিতে আলোচনার সুবিধার্থে ছন্দা ঘোষাল এর দেওয়া উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী নামটি গ্রহন করেছি।

মানুষই একমাত্র জীব যার ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ তার এই ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাটি পৃথিবীতে আবির্ভাবের পরে ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে। রামেশ্বর শ' বলেছেন –

> "এই অনন্য সুলভ সম্পদটি শুধু তারই আছে, কারণ শুধু তারই প্রয়োজন আছে এই সম্পদের। তার কারণটি অবশ্য আমরা যদি তলিয়ে দেখি তবে ধরতে পারব এর মূলে আছে আবার অন্য একটি আরো গভীরতর মানব বৈশিষ্ট্য যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত তার চিন্তারাজি।"[৫]

তাই প্রথমদিকে জৈবিক প্রবৃত্তির প্রকাশের জন্য আকার ইঙ্গিত থেকে কণ্ঠ উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মানুষ তার শরীরবৃত্তীয় বিষয়কে প্রকাশ করতে সমর্থ হলে ভাষা উৎপত্তির বীজ রোপিত হয়। ভাষার উৎপত্তি শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার প্রকাশের জন্য হয়নি তাহলে অন্যান্য জীবরাও ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হত। বিবর্তনের ধারাটি দেখলে দেখব প্রথমে জড় তারপর প্রাণ ও প্রাণের পর মনের বিকাশ। এই মনের অধিকারী হল মানুষ, চিন্তা করবার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাই বলেছেন শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার কারণে ভাষা সৃষ্টি হয়নি। ভাষার সঙ্গে মানুষের চিন্তা, অনুভব, অভিপ্রায়, সংকল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্বিত। মানুষ তার মনের চিন্তার প্রকাশের জন্যই ভাষার ব্যবহার করে। এককথায় মানুষের চিন্তার ধ্বনিদ্বারা প্রকাশিত রূপকে ভাষা বলা যায়। মানুষ তার চিন্তারাজিকে একা একা প্রকাশ করতে পারে না, তাকে এই চিন্তাকে প্রকাশ করতে অপর একজনের প্রয়োজন হয়। একমনের চিন্তাকে অপর মনে পৌঁছে দিতে বাহন হিসেবে কাজ করে ভাষা। আর আমরা যখন একের বেশি দুইয়ে আসি তখনেই সমাজ সৃষ্টি হয়। ভাষা সৃষ্টির মূলে তাই ব্যক্তি মানুষের মনন ও চিন্তার সাথে সমাজবদ্ধ মানুষের ভাববিনিময়ের ইচ্ছাটিও রয়েছে।

> "The first point we must make about language, then, is that is a social, rather than a biological, aspect of human life."[৬]

ভাষিক প্রক্রিয়া সচল রাখবার জন্য দরকার হয় সমাজের। সমাজে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার আদান প্রদানের জন্য ভাষা-র ব্যবহার করে থাকে। আসলে মানুষ তার নিজের ভাব ও চিন্তাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলে তার উন্নততর প্রকাশ মাধ্যম ভাষার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টি বা তার প্রয়োগ দুটির জন্যই দরকার একাধিক মানুষের উপস্থিতি। একারণেই মানব সমাজ ও ভাষাকে পৃথক করে দেখা যায় না।

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী Edgar H. Sturterant ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন —

> "A Language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and Interact."[৭]

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষ করে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে সেগুলি হল—

১. ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমষ্টি (vocal symbols)।

২. সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা হিসেবে গণ্য হবে যা বিশেষ কোনো বস্তু বা ভাবের প্রতীক (Symbol)।

৩. ধ্বনির নির্বাচন সুনির্বাচিত নয় (arbitary)।

৪. ধ্বনিগুলি নির্বাচন খেয়ালখুশিতে হলেও নির্বাচনের পর শব্দমধ্যে ও বাক্যমধ্যে বিন্যাসটি বিধিবদ্ধ হয় (System)।

৫. ভাষার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ-বিশেষ ভাষা বিশেষ-বিশেষ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

তাহলে দেখা যায় যে, ভাষা ব্যক্তি মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলেও সামাজিক প্রয়োজনই তার সৃষ্টির মূল কারণ। আবার সমাজ এর একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে, পরিবেশ থাকে, মূল্যবোধ থাকে, নিয়মাবলি থাকে। সমাজকে এইসব মানতে হয় বা এই সব কিছু নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। তাই নির্দিষ্ট সমাজে প্রযুক্ত ভাষাকেও কিছু কিছু সামাজিক

নিয়মাবলি মানতে হয় এবং এই নিয়মের পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন হলে, ভাষারও অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় –

> "কোনো ভাষার অধিকাংশ শব্দ প্রতীকের আড়ালে থাকে সমাজের নিয়মকানুন, প্রথা-পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা। বাগদান মানে কাউকে কথা দেওয়া নয়, এ শব্দের আড়ালে কাছে বাঙালি সমাজের বিয়ের রীতি-নীতি। এ শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, বিয়ে উপলক্ষে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে বিয়ে সম্পর্কিত চুক্তির প্রসঙ্গটি।"[৮]

ভাষার সাথে সমাজের সম্পর্কে সমাজভাষার দিকটি এসে পড়ে, সমাজভাষার ক্ষেত্রে ভাষার বক্তা, ভাষার শ্রোতা ও বিষয় বা উপলক্ষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাইম্‌স তাঁর প্রবন্ধ 'The Ethnography of Speaking'-এ জানিয়েছিলেন ভাষাটির কী চরিত্র দাঁড়াচ্ছে তা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি পক্ষের উপর — বক্তা (sender), শ্রোতা (reciver) এবং উপলক্ষ (setting)।[৯] তাই আমাদের জানতে হবে বক্তার সামাজিক পরিচয়, সেই সামাজিক পরিচয়ের অন্যতম একটি হল লিঙ্গগত পরিচয়।

Peter Trudgill তাঁর 'Socio Liguistics : an introduction to language and socity' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "The division of the human race into male and female is so fundamental and obvious that we take it for granted. The fact that the difference is so basic means that it is hardly surprising that it is also reflected and indicated in all human languages."[১০]

সমাজভাষার আলোচনায় নারী-পুরুষের ভাষা বৈচিত্র্য দেখা যায়। শারীরিক ভিন্নতার জন্য নারী-পুরুষকেন্দ্রিক ভাষার যে বৈচিত্র্য ঘটে তা বিশ্বজনীন –

> "It is a semantic universal which is lexicalized in all the languages of the world in terms of pairs of such as man-woman, boy-girl, son-daughter and son."[১১]

যখন থেকে ব্যাকরণের জন্ম তখন থেকেই বৈয়াকরণগণ নারী-পুরুষের ভাষা পার্থক্য নিয়ে কম-বেশি সচেতন ছিলেন। এই জন্যই ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, Masculine gender, feminine gender ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি পাওয়া যায়।

হিন্দি ও উর্দু ভাষার প্রায় বেশিরভাগ শব্দই পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রী লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন—

ভাত, কাগজ, আদমী — পুংলিঙ্গ

কিতাব, লাজ, নীদ — স্ত্রী লিঙ্গ

এছাড়া এতে সম্বন্ধ পদ, বিশেষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও লিঙ্গভেদ দেখা যায়।

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**
সম্বন্ধ পদ — মেরা চাচা	মেরী চাচী
বিশেষণ — আচ্ছা আদমী	আচ্ছী অওরত

বাংলার ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় না, উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ীতে এরকম লক্ষ করা যায় না। কিন্তু পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের আলাদা আলাদা রুপ আছে, যেগুলি নির্দিষ্ট লিঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়ে থাকে। হিন্দির মত সমস্ত শব্দকেই দুটি গোত্রে ফেলা হয় না। পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের আলাদা আলাদা রুপের প্রয়োগগুলি নিচে আলোচনা করা হল -

এখানে পুংলিঙ্গবাচক শব্দের সাথে স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয় যোগ করে নারীসূচক শব্দ গঠিত হয় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী প্রত্যয়	স্ত্রী লিঙ্গ
কাকা	ই	কাকি
জ্যাঠা	ই	জেঠি
কুনা (বালক)	ই	কুনি
ছঁড়া (বালক)	ই	ছুঁড়ি
বেটা	ই	বিটি
পিসা	ই	পিসি
দাদা	ই	দিদি
মামা	ই	মামি
থুবড়া	ই	থুবড়ি
বুড়া (বৃদ্ধ/বাচ্চা ছেলেকে ভালোবেসে বলে)	ই	বুড়ি (বৃদ্ধা/বাচ্চা মেয়ে)
মাউসা (মেসো)	ই	মাউসি (মাসি)
খকা	ই	খুঁকি
মেথর	আনি	মেথরানি
নাপিত	আনি	নাপিতানি
চাকর	আনি	চাকরানি
সমদি (বেয়াই)	আন	সমদান (বেয়ান)
ডম্ (ডোম)	নি	ডমনি
লাতি	নি	লাতনি
বামুন	নি	বামনি
বিহাই (বেহাই)	ইন্	বিহাইন
নাগ	ইন্	নাগিন

এছাড়া আলাদা আলাদা শব্দ রয়েছে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের জন্য -

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
বর	বউ/কইন্যা,
বাপ/বাবা/বাবু	মা/মাই
পুতরা (ভাইপো)	ঝিয়ারি (ভাইঝি)
জামাই/জাম	ঝি
মরদ	মাগি
হালিয়া/বলদ/বলদা/হাইলা	গাই
খাসি/বদা	পাঁঠি/ধাইড়
স্বামী	ইস্তিরি (স্ত্রী)

স্ত্রীবাচক ও পুংবাচক শব্দ যোগে পুংলিঙ্গবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
বেটাছানা/ছা	বিটিছানা/ছা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

	মেইয়াছানা/ ছা
সাঁড়া মুরগি	চাইড় মুরগি
মরদ লোক	মেইয়া লোক

উপরের আলোচনায় আমরা নারী ও পুরুষবাচক শব্দগুলির বৈচিত্র গুলি দেখলাম। পুরুষ ও নারীবাচক শব্দের বৈচিত্র্যগুলি দেখার পর এবার লিঙ্গ ভেদে ভাষার ব্যবহারের বৈচিত্র্যগুলি দেখার প্রয়াসের মাধ্যমে বক্তা নারীর ভাষা প্রয়োগের নানাদিক আলোচনা করার প্রয়াস করা হল -

সামাজিক বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু : সামাজিক বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু নারীর ভাষা ব্যবহারে বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। এই ট্যাবু বা সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বরাবরই বেঁধে রাখতে চেয়েছে। সামাজের এই নিয়ম যেমন নারীর সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে ঠিক তেমনি সামাজ সংগঠনের এই নিয়ম তার ভাষা সংগঠনেও প্রভাব ফেলেছে। Trudgill বলেছেন—

> "Taboo may perhaps therefore have a powerful influence on the growth of separate sex vocabularies generally. If taboos become associated with particular objects or activities such that, say, women are not permitted to use the original name, then new words or paraphrases are likely to be used instead, and sex differentiation of vocabulary items will result."[১২]

এ প্রসঙ্গে ট্র্যাডগিল 'Zulu'-মহিলাদের উদাহরণ দিয়েছেন, সেখানকার মহিলাদের তাদের শ্বশুর ও শ্বশুরের ভাইদের নাম সম্বোধন করা নিষেধ, যদি এই ট্যাবু কেউ ভাঙে, নাম সম্বোধন করে ডাকে; তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হতে পারে। বাঙালি সমাজে নিয়মের এতটা গোঁড়ারূপ না থাকলেও, বাঙালি সমাজেও মহিলারা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী ভাশুর প্রভৃতির নাম নিতে পারে না। যে নাম উচ্চারণের নিষেধ বা ট্যাবু রয়েছে আর পরিবর্তে মহিলারা অন্য কিছু ব্যবহার করে থাকে। বয়স্ক স্বজন, যাদের নাম নেওয়া নিষেধ তাদের নামের সাথে ধ্বনিগত মিল থাকলে নারীরা সেটা এড়িয়ে গিয়ে প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায়—

এক ব্যক্তির ডাক নাম 'কালো' হওয়ায় তাঁর স্ত্রী 'কালো' উচ্চারণ করত না। 'কালো রঙের শাড়ি' এর পরিবর্তে 'আঁধার রঙা শাড়ি' বলত। এছাড়া স্বামীর ডাক নাম 'হাতি' হওয়ার কারণে তার স্ত্রী হাতিকে 'বড়ঠাকুর' বলে ডাকে।

স্বজনের নামের সাথে মিল	বয়স্ক স্বজনের নাম	প্রতিশব্দ আছে এমন শব্দ
কালো (রঙ)	কালো	আঁইধার রঙা
লতি (কচুর দণ্ড)	লতিকা	আলতি (কচু) গাছ
ভূতি (কাঁঠালের মাঝখান)	বিভূতি	কাঁঠালের মুগুর
হাতি	হাতি	বড়ঠাকুর
পূর্ণিমা/পুন্নিমা	পূর্ণিমা	নুনেই
সোমবার	সোমা/শমা	রবিবারের পরের দিন
রবিবার	রবি	ছুটির বার
বস (বসা)	বসন্ত	জিরা, জিরাও
পরশু	পরশুরাম	উদিন

এছাড়াও মেয়েদের গ্রামাঞ্চলে উঁচু স্বরে কথা বলা নিষেধ বিশেষ করে বাড়ির বউদের, রাজীব হুমায়ুন তাঁর গবেষণায় দেখেছেন সন্দীপ অঞ্চলের মেয়েদের একধরনের ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল রয়েছে। এর পেছনে তিনি গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রদত্ত নিয়ম পরপুরুষের কানে মেয়েদের কণ্ঠস্বর যাওয়া 'গোনাহ্'কে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে এবং তার ভাষা ব্যবহারেও এই পুরুষতন্ত্রের ছাপ স্পষ্ট। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে যদিও ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল মেয়েদের নেই, কিন্তু মুসলিম মেয়েরা মূলত গ্রামাঞ্চলে পরপুরুষের সামনে কথা বলে না। কিন্তু শহরের মেয়েদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রেও নিয়মের কড়াকড়ি না থাকলেও মেয়েদের জোরে জোরে কথা বলাকে খারাপ নজরে দেখা হয়।

'বউ মানুষের বেশি গলা করা ভাল নাই বাপু।'

'ভাতারের চেয়ে মাগের গলার জোর বেশি হ^ইলে ঘর ভাঙি জাই (যায়)।'

দুটি কথা মুনিয়াদা গ্রামের বাসন্তী দাসের (৭২) মেয়েদের জোরে কথা বলা খারাপ চোখে দেখেন কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে দেওয়া। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েকে পুরুষের নীচে রাখতে চায়। তাই সে অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি বা গলার জোর, যাই হোক না কেন, নারীর কম হবে এটাই প্রত্যাশা করে। উক্ত দুটি উদাহরণে দেখা যাচ্ছে 'বউ' যদি বেশি 'গলা করে' অর্থাৎ জোরে কথা বলে তাহলে তার শ্বশুর বাড়ির বয়স্ক লোকেদের প্রতি ভয় কেটে গেছে বলা ধরা যায়। এরপর সে হয়তো তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শুরু করবে। একজন নারীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাঁধা নিয়মের বাইরে বেরিয়ে যাওয়াকে সমাজ ঠেকাতে চায় নিয়মের বন্ধনে। তাই 'ভাতার' (বর) এর চেয়ে মাগ (বউ, এক্ষেত্রে) নিচু গলায় কথা না বললে সংসার ভেঙে যাবার ভয় দেখানো হয় এবং এই নিয়ম তাকে ছোটো থেকেই শেখানো হয়, বাপের বাড়িতে জোরে কথা বললেও বয়সের সাথে সাথে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে এলে তাকে এ বিষয়ে সচেতন করা হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে তার উলটো তার গলার স্বর উঁচু ও দৃঢ় হবে এটাই সামাজ প্রত্যাশা করে থাকে।

অপরিচিত বা বয়সে বড় পুরুষদের সাথে অর্থাৎ ভাশুর, শ্বশুর স্থানীয় ব্যক্তিদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সরাসরি বাক্ আদান-প্রদান না করার রীতিও লক্ষ করা যায়। সরাসরি বাক্যালাপ না করে পরোক্ষ বাক্যালাপ করতে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের নারীদের। এর জন্য তারা কোনো একজন অল্পবয়সীকে মাঝখানে রেখে বাক্যালাপ করে। অপরিচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের কেউ বাড়িতে এলে নারীরা বলে— 'বেটা, উনাকে ব^ইসতে বল্, তোর বাবা নামোপাড়া গেছে, চলি আ^ইসবে এখ্নি'।

আবার যদি পরিচিত বয়স্ক কেউ আসেন, সম্পর্কে ভাশুর হলে— 'তোর জেঠা কে বইসতে দে, জিগ্গাস কর চা খাবেন না শরবৎ করি দিব'?

উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে নারীরা তাদের কথোপকথনে নিজের সন্তানকে মাঝখানে রেখে নিজের কথা ব্যক্ত করেছেন। পুরুষরা এরকম করে না, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ অনেক সময় ভাইয়ের বউ এর সাথে কথা বলার সময় মাঝখানে ভাইয়ের সন্তান বা নিজের সন্তানকে রেখে কথা বলে থাকে। তবে একই বাড়িতে থাকলে (যৌথ পরিবার), ভাশুরকে সাধারণত দাদা হিসেবে সম্বোধন করে কথা বলে থাকে, সেক্ষেত্রে মাঝখানে কাউকে না রেখেও কথোপকথন করে থাকে, কিন্তু কথা বলার সময় স্বর নীচু, কম কথা, এগুলোর খেয়াল রাখতে হয়।

ঝাড়গ্রামের জেলার নারীরা স্বামী, শ্বশুর, ভাশুর নাম সচরাচর মুখে আনে না।

স্বামীর ক্ষেত্রে—

শুনছো,
বাবুর বাবা, বুড়ির বাবা,
বাবুর বাপ, মুনুর বাপ্,

ভাসুরের ক্ষেত্রে—

বাবুর জেঠা, ছুটার জেঠা,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মুনুর জেঠা, কুনুর জেঠা

শ্বশুরের নামও উচ্চারণ করা নিষেধ, সেক্ষেত্রে—

মুনুর দাদু, বাবুর দাদু ইত্যাদি।

পুরুষের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে বাধা থাকে না তারা অন্যকে নাম বলার সময় নাম বলতে পারে।

রক্ষণশীলতা ও মর্যাদা সচেতনতা : রক্ষণশীলতা ও মর্যাদা সচেতনতা নারীর ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে রক্ষণশীল হয়। পুরুষ যত সহজে পুরোনো কথা ত্যাগ করতে পারে বা নতুন কথা গ্রহণ করতে পারে নারী তত সহজে তা পারে না। নারী ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাই নতুন ভাষী বা শব্দের সাথে সহজে তার যোগ স্থাপন হয় না যতটা সহজে একজন পুরুষের হয়। সুকুমার সেন বলেছেন—

> "Woman's speech is, generally speaking, more conservativ than that of a man. In other words, womean's speech retain archaic features when these have long disappeard from the dialect of man. It is also a very noted fact that women avoid neologism as far as they can."[১৩]

সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন ভদ্রঘরের মেয়েরা 'ল' এর জায়গায় 'ন' খুব বেশি ব্যবহার করে—

লুচি > নুচি,
লঙ্কা > নঙ্কা,
লাউ > নাউ,
লেপ > নেপ।

উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে ভাষার ক্ষেত্রে এই নিয়মটির সাধারণীকরণে একটু অসুবিধা দেখা দেয়, অশিক্ষিত মেয়ে পুরুষেরা উভয়েই লুচি কে নুচি বলে থাকে। আবার শিক্ষিত মহিলারা অনেকেই 'ল' এই উচ্চারণ করে থাকে।

আবার ভাষার মর্যদা সচেতনের কথা ধরলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন, মেয়েরা মর্যাদা সচেতন বলে তাদের ঝোঁক ভাষার standard variety এর দিকে অর্থাৎ নারীদের বাংলার রাঢ়ীর প্রতি ঝোঁক বেশী হবার কথা। আবার ঝাড়খণ্ডী ভাষাতে (ঝাড়গ্রামের প্রচলিত উপভাষা) রাঢ়ীর পূর্ব রূপ অনেকটা রক্ষিত। তাই এ বিষয়টির পরস্পর বিরোধী রূপটি উঠে আসে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরাধীনতা : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুসারে পুরুষের কর্তৃত্বেই সমাজ চলে। সমাজের অন্যান্য দিকের মতো ভাষাতেও এই নিয়মের প্রভাবে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেমন— মিনতির বাপ বিহা দিবেক বলি ভালো ছানা খুঁইজছে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে -

"গনা বিহা করবে, উয়ার জন্যেই কইন্যা দেইখ্ছি।"

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের কর্তৃত্ব ভাষার ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মিনতির, 'বিয়ে দেবে' কিন্তু গনা 'বিয়ে করবে'।

নারীর পুরুষের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকার কারণে এই পরিবর্তন ভাষার ক্ষেত্রেও এসেছে। সমাজের নিয়মে ভাষী নিজের অজান্তেই বাক্যের ক্রিয়ার পরিবর্তন করেছে। সমাজ সংগঠন ভাষার সংগঠনকে প্রভাবিত করে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সমাজ নারীদের দেয় না, কিন্তু পুরুষদের দেয়, সাধারণ বাংলাতেও ছেলের বিয়ে প্রসঙ্গে বলা হয়—

রাম বিয়ে করবে।

মেয়ের ক্ষেত্রে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রেখার বিয়ে হবে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার যৌগিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যৌগিক ক্রিয়াটির ব্যবহার পুরুষের সমাজে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বোঝায়। গ্রামাঞ্চলে নারী যদি 'বিয়ে করব' কথাটি ব্যবহার করে তাকে ভৎর্সনার স্বীকার পর্যন্ত হয়তো হতে পারে। এক্ষেত্রে 'বিয়ে করব' কথাটি তার বাড়ির অমতে পালিয়ে বিয়ে করা বোঝাবে যা সমাজ স্বীকৃত নয়। যদি পুরো বিশ্বের দিকে নজর দেই তাহলেও দেখব সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বেশির ভাগ সময় পুরুষদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে এর উদাহরণ অন্যান্য ভাষাতেও রয়েছে—

Chairman,
Salesman,
Man is mortal

নারীদের নম্র স্বভাব নারী সুলভ কোমল মন : নারীদের নম্র স্বভাব ও নারী সুলভ কোমল মন, তাদের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর চাপিয়ে না দেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি কারণ নারী পুরুষের ভাষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বোলিনজার উক্ত স্বভাবের জন্য ইংরেজিতে নারীর-ভাষায় দু-ধরনের প্রক্রিয়া চলছে দেখান—

১. 'Tag question' এর উদাহরণ দিয়েছেন—

The war in Vietnam is terrible,
isn't it?

উক্ত প্যাটার্নের উদাহরণ উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষার নারীর ভাষাতেও মেলে—

"ফুলকুশমার ইঁটেই ভালো, তাই না?
বঙ্কিম মাস্টরের কাছেই পড়াতে পাঠালে ভালো হবেক বলো?"

উক্ত দুটি উদাহরণে নারী তার বক্তব্যের সমর্থন চেয়েছে। এর পেছনের কারণ যেমন তার নারী সুলভ নম্র-মন, সিদ্ধান্ত না চাপানো রয়েছে তেমনি, সে জানে শেষ সিদ্ধান্তের জন্য তাকে পুরুষের সম্মতির অপেক্ষা করতে হবে। সে এ নিয়মে অভ্যস্ত এবং নিজের অজান্তেই এ নিয়ম তার বাচিক ব্যবহারে পরিবর্তন এনেছে।

অপর একটি পক্রিয়ার কথা বোলিনজার বলেছিলেন সেটি হল— 'Rising intonation'-এর উদাহরণ স্বরূপ বোজিঞ্জার দেখিয়েছেন — 'ডিনার কখন খাবে?' স্বামীর এ প্রশ্নের জবাবে মেয়েদের বলতে শোনা যায়— 'ahh around six o'clock?'

এই প্যাটার্নটির সাধারণীকরণের মত উপযুক্ত ডাটা পাইনি কারণ ১০ টার দিকে যাব, ২ টার দিকে আসছি এগুলো পুরুষদের ভাষাতেও বহুল ব্যবহার হয়।

শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য : নারী পুরুষের ভাষায় শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যা নারীদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়। এছাড়া কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো নারীরাই ব্যবহার করে। আবার কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো নারীরাই বেশি ব্যবহার করে। পুরুষরা ব্যবহার করলেও তা নারীদের তুলনায় অনেক কম — উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষার নারীদের ভাষাতেও এরকম শব্দের প্রাচুর্য রয়েছে—

'পোড়া' বিশেষণটি দিয়ে মেয়েরা কথা বলে থাকে—

'এমন পুড়া (পোড়া) দেশে কি আর ভালো লোক নাই?'

এছাড়া 'পোড়া' বিশেষণ দিয়ে—

পুড়া দেশ
পুড়া চোখ
পুড়া কপাল ইত্যাদির ব্যবহার নারীরা প্রায় করে থাকে।

এই বিশেষণগুলো মূলত নারীরাই ব্যবহার করে, পুরুষেরা ব্যবহার করলেও তা খুবই কম। স্বজনসূচক শব্দের ক্ষেত্রেও দেখব বিশেষ বৈচিত্র্য—

দেওর, ভাশুর, ননদ,
জা, ভাশুর পো

উক্ত শব্দগুলি মেয়েরাই ব্যবহার করে, আবার —

শালা, শালি,
শড়ুভাই, সম্বন্ধী।

এগুলো শুধুমাত্র পুরুষরাই ব্যবহার করে কারণ এর পেছনে রয়েছে বাঙালি সমাজের পরিবারের গঠন বিন্যাস। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষায় 'কী' প্রত্যয়যোগে মেয়েদের সম্বোধনের শব্দের প্রচলন আছে। যেমন— বড়, মেজো, সেজো, ছোটো।

এগুলির সাথে 'কী' যোগ হয়ে'
বড়্কী (বড়বউ), মেজকী/ মাজ্কী,

সেজ্কী/ সাজকী, ছোট্কী ইত্যাদি, বাড়ির ছোটো বড় বউদের সম্বোধনের শব্দ তৈরি হয় —

সাজ্কীলো কি করছু? সিনাতে জাবি (যাবি) খালকে?

পুরুষদের ক্ষেত্রে 'কা' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়—

বড়্কা, মেজ্কা, সেজ্কা, ছোট্কা।

'পনা' যোগে নারীদের কিছু কিছু শব্দ আছে যা কেবলমাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়, যেমন —

গিন্নিপনা
সতীপনা, নেকিপনা (ন্যাকাপনা), বেহয়াপনা ইত্যাদি।
"এতো সতীপনা দেখাই উপরে! আর ভিত্রে ভিত্রে এই সব করি বেড়াই।"
"মা গ মা নেকিপনা দেইখলে মরি জাবি (যাবি)।"

নারীরা সমাজে সবার সামনে জোরে কথা বললে বা অপশব্দ ব্যবহার করলে তাদের খারাপ চোখে দেখা হয়। তাই নারীরা অপরিচিত পুরুষদের সামনে, বয়স্কজনদের সামনে ধীরে ও কম কথা বলে। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষা ব্যবহারকারী নারীদের সর্বসম্মুখে স্ল্যাং বা অপশব্দ ব্যবহার করা সমাজ নিয়মের পরিপন্থী। কিন্তু নারীদের নিজেদের মধ্যে ও ঝগড়ার সময় বেশ কিছু অপশব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শব্দগুলিতে বিভিন্ন সমাসের বাহুল্য দেখা যায়। নিম্নে তাদের বিভিন্ন সমাসের বর্গীভূত করে দেখানো হল—

বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনোটিরই অর্থ প্রধান ভাবে না বুঝিয়ে তাদের দ্বারা অপর কোনো পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলা হয়।

অবৈধ সম্বন্ধসূচক ব্যবহার করার সময় নারীরা বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ করে থাকে— বাপ-ভাতারী (বাপ ভাতার যার, এখানে 'মা' হবার কথা কিন্তু এখানে এটি মা আর্থে ব্যবহৃত না হয়ে একটি গালি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে যা এমন কোনো মহিলাকে বোঝায় যার চরিত্র খারাপ)।

'তোর মত বাপ-ভাতারী মাগি কুথাও দেখিনি লো!'

শারীরিক গঠনকে ব্যঙ্গ করে ব্যবহৃত অপশব্দে ও নারীরা ব্যবহার করে থাকে—

মুখ-পুড়ী, উটকপালী, মুখ-পড়া, পুড়াকপালী ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

বার-দুয়ারী— বার-দুয়ারী বারোভাতারীর মতন ঘুরি বেড়াবে সারাদিন।

উক্ত গালি বা গঞ্জনাতেও সমাজ সংগঠনের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। নারীর বেশি বাইরে বেরোনো ঠিক নয় এর ঘর ওর ঘর যাওয়া ঠিক নয় তাহলে নারীর স্বভাব ভালো থাকবে না এরকম ভাবা হয়। আসলে নারীই ঘরের সমস্ত কাজ কর্ম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করে থাকে, সে যদি বেশি বাইরে থাকে, লোকের ঘরে গল্প করতে যায় তাহলে বাড়ির পুরুষদের সেবা-যত্নের ত্রুটি হবে ধরে নেওয়া হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পুরুষের দাসী করে দেখতে চায়। গ্রামাঞ্চলেই এটি বেশি দেখা যায়। শহরের ক্ষেত্রে এই অপশব্দগুলি কম ব্যবহৃত হয় কারণ সেখানে নারীর প্রতি মানসিকতা কিছুটা হলেও রক্ষণশীলতা মুক্ত।

তৎপুরুষ সমাস : যে সমাসে পূর্বপদের কর্ম করণ অপাদান ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্ন কিংবা বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের লোপ হয় এবং পরপদের অর্থটি প্রধানভাবে বুঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

মুখঝামটা— মুখঝামটা মারি কথা বˇলনা বুˇঝলে।

পাড়া-বেড়ানি— পাড়া বেড়ানির ঘরে মন টিকে নাই।

এছাড়াও -

পাড়া-ঢলনি, সর্বনাশী, হাড় জালানি, পাড়া-মজানি, ঘর-জালানি ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। ঝাড়গ্রামের নারীদের ভাষায় এই সমাসবদ্ধ পদের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়—

বাচ-বিচার (বাছ-বিচার) — আমিষ-নিরামিষ কিছু বাচ-বিচার নাই।

জাত-জন্ম — উয়ার জাত-জন্মের ঠিক নাই।

এছাড়াও -

সাত-সত্‌রো (সাত-সতেরো)
নয়-ছয়
ছানা-পোনা
চাল-চুলা (চাল-চুলো)
রান্না-বান্না
সোনা-দানা
ঝি-জামাই
খুদ-কুড়া [খুদ-কুড়া ঢুকি গেল ঢঢরে মাস পিঠা হবেক মকরে (গান)]
বাড়-বাড়ন্ত
ভাই-ভায়াদ ইত্যাদি।

উক্ত সমাসবদ্ধ পদগুলির কিছু কিছু পুরুষেরাও ব্যবহার করে থাকে কিন্তু নারীরা তুলনামূলক বেশি ব্যবহার করে।

সর্বনাম : সর্বনামের প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে নারী পুরুষদের ভাষার বৈচিত্র সেভাবে দেখা যায় না—

ইংরেজিতে যেমন— পুরুষের ক্ষেত্রে ‘He’
মেয়েদের ক্ষেত্রে ‘She’
বাংলায় এরকম ভেদ দেখা যায় না।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পুরুষেরা যারা মূলত অশিক্ষিত তারা তাদের স্ত্রীদেরকে ‘তুই’ সম্বোধন করে। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা তাদের ‘তুমি’ দিয়ে সম্বোধন করে থাকে। যদিও বর্তমানে শিক্ষিত কমবয়সী নারী-পুরুষেরা উভয় উভয়কেই ‘তুই’ বলে থাকে।

বিশেষ বাক্যাংশ : বিশেষ বাক্যাংশ ব্যবহার নারীর ভাষায় মান্য চলিত বাংলাতে যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 648
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাপের ভাগ্য —তোর বাপের ভাগ্য ভালো আমার মত মা পাইছু।

এছাড়াও

কোলের মেয়ে
চখের আড় (চোখের আড়াল না হতে দেওয়া)
পেটের ছানা (সন্তান)
মাথার দিব্বি (মাথার দিব্যি)
সোনার চাঁদ
দুধের ছা (সন্তান) ইত্যাদি।

ক্রিয়া বাক্যাংশ : বিশেষ বাক্যাংশের মতো ক্রিয়াবাক্যংশ এর ব্যবহার চলিত মান্য বাংলায় বহুল। ঝাড়গ্রামের নারীর ব্যবহৃত ভাষায় ও এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন -

হাড়ামাস কালি করা -
খাটি করি হাড় মাস কাইলা হই গেল।
পোকা ধরা —
বসি বসি গতরে পোকা ধরা আর কি।

ধম্মে না সওয়া (ধর্মে না সওয়া) —
ধম্মে সইবে নি, লোক্‌কে ঠকান্‌ বেরাই যাবেক।
চেঁচাই ঘর মাথায় তুলা (চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করা) —
চেঁচাই ঘর মাথায় তুলি দিল।
বানের জলে ভাসি আসা (বানের জলে ভেসে আশা) —
আমিও বানের জলে ভাসি আসি নাই।

এছাড়াও—

গতর খাটান
মাছের তেলে তেল ভাজা
হাড় জুড়াল
ঝেঁটাই বিষ ঝাড়া
তিন কাল যাই এককালে ঠেকা
গায়ে বাতাসা লাগানা
পিত্তি চট্‌কান
শত্তুরে মুখে ছাই দিয়া ইত্যাদি।

যুক্ত ক্রিয়ার প্রয়োগ উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও নারীদের কথ্য ভাষায় বহুল ব্যবহার হয়। 'বানের জলে ভাসি আসা' বাক্যাংশটির মধ্যে নারী তার মর্যাদার স্থাপন করতে চেয়েছে যে সে বানের জলে ভেসে আসেনি তাকে আনা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সুপ্তভাবে রয়েগেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের কতৃত্বের প্রকাশ। নারীকে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে এনেছে পুরুষ তাই সে এসেছে। এর উল্টো সমাজে ঘটেনা।

ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ ও বাক্য : পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনুভূতি বেশি হয় তারা সহজে পরের অনুভূতিগুলি বুঝতে পারে, নারীর সহজেই কোনো কিছুতে বিস্মিত ও অবাক হয়ে পড়ে পুরুষদের তুলনায় তাই নারীদের ভাষায় বিস্ময়সূচক বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখা যায় বেশি। উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও নারীদের ভাষাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি—

মাগো! —

মাগো! কথার ছিরি! লোকে কি বˆলবেক?

মরণ! —

মরণ! বুড়াবয়েসের শখ দেখ্‌ন!

আমার পুড়া কপাল! —

আমার পুড়া কপালেই কি এমনি হয়!

এই বাকতাত্ত্বিক বৈচিত্রগুলি মূলত নারীদের মুখেই শোনা যায়।

নারী স্বভাবত কোমল হৃদয়ের হয়, সবার মঙ্গলকামনা করা তার একটি বৈশিষ্ট্য এই জন্য আমরা দেখি নানা অমঙ্গল সূচক শব্দকে তারা পরিবর্তন করে নেই। আবার নারীর মুখেই পরিবারের মঙ্গল কামনায় ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার বিচিত্র ভাষার উদাহরণ পাই—

'সাপ'কে 'লতা' হিসেবে বলার রীতি বাংলা ভাষায় রয়েছে উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলেও মেয়েরা সাপকে 'লতা' হিসেবে সম্বোধন করে থাকে, তবে পুরুষেরাও সাপের পরিবর্তে লতা ব্যবহার করে থাকে। তার বিশ্বাস সাপের নাম নিলে যদি সাপ তার সন্তানের অমঙ্গল করে। তাই সাপের নামের পরিবর্তে লতার ব্যবহার।

বাড়িতে চাল না থাকলে 'চাল বাড়ন্ত'

শাঁখা ভাঙা কে বলে শাঁখা ঠাণ্ডা হওয়া।

শাঁখা যেহেতু বিবাহিত নারীদের স্বামীর মঙ্গলের জন্য পরার নিয়ম তাই তা ভেঙে গেছে বললে স্বামীর অমঙ্গল হতে পারে এই বিশ্বাস। এছাড়া স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর হাতের এয়োস্ত্রীর নিদর্শন সিন্দুর মুছে ফেলার সাথে সাথে শাঁখা পলাও ভেঙে ফেলার নিয়ম আছে। তাই যাতে কোনোভাবে স্বামীর অমঙ্গল না হয় তাই ভাঙার পরিবর্তে ঠাণ্ডা ব্যবহার হয়।

সম্বোধনের ভাষা : উত্তর-পশ্চিমা ঝাড়গাঁয়ী ভাষাঞ্চলে নারীরা একে অপরকে সম্বোধন করার সময় 'লো' 'গে' এছাড়া 'ধন' (ধোনি) সম্বোধন করে থাকে। যেমন—

সমবয়স্ক পরিচিত নারীদের সম্বোধনের সময়—

কী লো কুথায় যাচ্ছু সকাল সকাল,

কী লো কী করছু, সিনাতে কখন জাবি (যাবি)?

কী লো তলা টানতে জাবি (যাবি) না নাই?

এছাড়া কমবয়স্কদেরকে সম্বোধন করার সময়—

কী লো বড়লোকের বেটি নতুন জামা পরিছু (ঠাকুমা নাত্‌নিকে আদর করে)

বয়স্কদের সম্বোধন করার সময়—

কী গো বড়্‌দি রান্না হইলো?

মা গো খাতে দিবে নাই?

মাই গো খাতে দিবি নাই?

এছাড়া নারীর সম্বোধনে অনেক সময় 'ধন' ব্যবহৃত হয়—

গড়িকরি ধন এমন সংসারকে

মার্‌ ন ধন দেখ্‌ কী কˆরছে, জালাই মাˆর্‌ল।

এছাড়া নারীরা স্বামীকে সাধারণত তুই/তুমি বলে সম্বোধন করে থাকে, কিন্তু রাগের সময় বা বিরক্তি প্রকাশের সময় নারী

উনি, উনার, উ/উয়ার ইত্যাদি সম্বোধন করে—

'সারাদিন খাটি মরি তাও উয়ার মন জগাতে পারি নাই।
আমি হলে সারাদিন খাটি মরছি আর উনি এক গ্লাস জল গড়াই খাবে নাই'।

পুরুষেরা সাধরণত এরকম ভাবে কথা বলে না। রাগ অভিমানের সময় পুরুষেরা নারীকে উনি/উ বলে না। এছাড়াও 'ভাই' সম্বোধনটিও নারীরা একে অপরকে করে থাকে নিজেদের সাথে কথা বলার সময় –

'না ভাই আমার বরের অতো মুরোদ নাই'।

বর্তমান যুগে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে। যুগ যুগ ধরে পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্ব করে আসছে, সমাজের নিয়ম গঠনে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নিজেদের কর্তৃত্বের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা নারীদের সমস্তকিছুতে পিছিয়ে রাখতে চেয়েছে বারবার। এই সব কারণ সমাজে পুরুষেরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থেকেছে। নারীরা থেকে গিয়েছে তাদের অনুসারী হিসেবে। এই ট্রাডিশোনের বাধা সেধেছে সাম্প্রিক নারী প্রগতি। নারীরা এখন আর পুরুষের বানানো সমস্ত নিয়মকে মুখ বুঝে মেনে নিতে নারাজ। নারীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিভিন্ন পুরুষতান্ত্রিক প্রথা নিয়মের বিরুদ্ধে। আসলে বর্তমানে নারীরা শিক্ষার আলোতে আসার ফলে তাদের মধ্যে নিজের প্রতি নির্ভরতা বেড়েছে। তারা শুধু আর পরের দয়ায় থাকতে রাজি নয়। স্বনির্ভরতার সাথে সাথে আসছে চারিত্রিক দৃঢ়তা। সমাজের এই বদলের সাথে সাথে ভাষারও বদল ঘটছে। ভাষায় নারী পুরুষ ভিন্নতা দূর করতে ইংরেজিতে শব্দ বদল ঘটছে—

পূর্বের শব্দ	**বর্তমান শব্দ**
Salesman	sales-assistant
Chairman	chairperson
Miss/Mrs	Ms

শুধু ইংরেজিতে নয় বাংলা ভাষাতেও এর প্রভাব কমবেশি পড়ছে।

বর্তমানে মহিলারা 'সভানেত্রী' 'অধ্যাপিকা' ইত্যাদির পরিবর্তে 'সভাপতি', 'অধ্যাপক' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতি। শহরের মেয়েরা শুধু নয় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত মেয়েরাও এখন 'বিয়ে দেবে' এর পরিবর্তে 'বিয়ে করব' ব্যবহার করছে। মোট কথা নারী শিক্ষার প্রসারে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। তারা স্বাবলম্বী হচ্ছে, এর ফলে পুরুষের কর্তৃত্বের প্রভাবও কমে আসছে। এই সব পরিবর্তন টেবুর প্রভাব কমাচ্ছে। সমাজ সংগঠনের এই পরিবর্তন ভাষা-সংগঠনের উপরেও পড়ছে। এর ফলে কমে আসছে নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার পার্থক্য। পুরোনো আমলের নারীদের মধ্যেই 'নারীর ভাষা' সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। আগামী দিনে সামাজিক কারণে নারী পুরুষের ভাষার বৈচিত্র আর খুব বেশি থাকবে না।

Reference:

১. ঘোষাল, ছন্দা, ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৬৮, পৃ. ৪৭
২. সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, আ.পা.প্রা.লি, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৮
৩. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ, ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ১৯৮৩, পৃ. ৩২
৪. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ, তদেব, পৃ. ৩৩
৫. শ', রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৯, পৃ. ১
৬. Francis, Q. Nelson, The Structure of American English [দ্র: শ', রামেশ্বর, তদেব,] পৃ. ৪
৭. Structevant, Edgar H, An Introduction to Linguistic Science, New Haven, Yale University press, 1947, ch.I [দ্র: শ', রামেশ্বর, তদেব,] পৃ. ৮
৮. হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ২৫

৯. সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১৫৬

১০. Trudgill, Peter, Sociolinguistics an introduction to language and socirty, Pengain Books, Fourth Edition, 2000, P. 61

১১. Trudgill, Peter, Ibid, P. 61

১২. Trudgill, Peter, Ibid, P. 66

১৩. Sen, Sukumar, Women's Dialect in Bengali, Jijnas, 1A College Road, Calcutta 700009, P. 2